দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 30 JAN 2009
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৪

প্রেষণে শিক্ষক নিয়োগে জবিতে ব্যয় বাড়ছে

ওমর ফারুক ঃ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেষণে শিক্ষক নিয়োগের কারণে সরকারের বাড়তি ব্যয় ক্রমেই বাড়ছে। শুধু কি তাই? অতিরিক্ত ২০ শতাংশ বেতন-ভাতা দিতেও সরকারের লাখ লাখ টাকা ব্যয় হচ্ছে। বিপরীতে প্রেষণে পোস্টিং দেয়া সংস্থাগুলোতে লাইনপোস্ট, পদোন্নতি আটকে রয়েছে। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্প শুরু থেকেই প্রেষণে নিয়োগ রয়েছে শিক্ষক, কর্মকর্তা আর কর্মচারী। শিক্ষকদের সিংহভাগ এখনও বহাল তবিয়তে। আর কর্মকর্তা-কর্মচারীও রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুযায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারী আঠীকরণের সুযোগ থাকায় নিয়োগ পেয়েছেন কেউ কেউ। শিক্ষক আঠীকরণের সুযোগ না থাকলেও নতুন করে আবেদন-সাপেক্ষে বাছাই বোর্ড সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নিয়োগ দেওয়াও হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে অযোগ্যতা, অদক্ষতা, গবেষণা; এমফিল, পিএইচডিধারীরা বাদ পড়েছেন বলেও অভিযোগ রয়েছে। জানা গেছে, এতদিন শুধু সরকারের সাধারিক কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে ২০ শতাংশ প্রেষণ-ভাতা চালু ছিল। গত বছরের এপ্রিল মাস থেকে তা অন্যান্য ক্যাডার কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রেও কার্যকর করা হয়েছে। ফলে প্রেষণ খাতে সরকারের বাড়তি খরচ হচ্ছে। প্রেষণ খাতে নিয়োজিত শিক্ষকরা প্রতিমাসে মূল বেতনের ২০ শতাংশ অতিরিক্ত পাচ্ছেন। এ হিসাবে তাদের পেছনে সর্বনিম্ন ২ হাজার থেকে সর্বোচ্চ ৫ হাজার টাকা বাড়তি ব্যয় হচ্ছে।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেষণে নিয়োগ পাওয়া শিক্ষক ৩৪২ জন, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নিয়োগ পেয়েছেন ১২৬ জন। বর্তমানে কর্মরত ৩০৫ জন। অনুমোদিত কর্মকর্তার পদ রয়েছে ৫২ জন। এর মধ্যে প্রেষণে ৪ জন। বিশ্ববিদ্যালয় নিয়োগ ৪৮ জন। কর্মরত ৩১ জন, বাকিদের নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন। কর্মচারীর অনুমোদিত পদ ২৫৯ জন। প্রেষণে আছেন ১০৩ জন। বিশ্ববিদ্যালয় নিয়োগ ১৫৬ জন। কর্মরত ১৬৯ জন। বাকিদের নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন। জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণীর শিক্ষক ও কর্মকর্তা রয়েছে ৭ লাইনপোস্ট তাদের পদোন্নতি ফিডার পদও আছে। কিন্তু বেশিরভাগ ফিডার পদে অব্যাহতভাবে প্রেষণে শিক্ষক নিয়োগ দেয়ায় তাদের পদোন্নতির পথ অনেকটা রুদ্ধ হয়ে গেছে। অনেক সময় শিক্ষক ছাড়াও প্রেষণে নিয়োগ দেয়া হয়।

ভুক্তভোগী একজন শিক্ষক ইনকিলাবকে জানান, প্রেষণে শিক্ষক নিয়োগ আর চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের তেমন কোন পার্থক্য নেই। এ কারণে কোন পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের মতো প্রেষণে নিয়োগ দিলে ওই পদসহ নিচের স্তরে একাধিক ধাপে পদোন্নতি আটকে যায়। তারা জানান, আমরা এক পদে পড়ে আছি বছরের পর বছর, আমাদের উন্নতি হয় না। মন্ত্রণালয়ে ফাইল পাঠানো হলে ফাইল আটকে থাকে অনেক দিন। পরে খুঁজে না পাওয়া গেলে নতুন ফাইল পাঠানোর কথা জানান তারা। এভাবে আবার ফাইল পাঠালেও খবর থাকে না সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের। তা যেন দেখার কেউই নেই।

প্রেষণে নিয়োগ সম্পর্কে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, প্রেষণে নিয়োগের কারণে জনশক্তির দক্ষতাসহ যোগ্যতা অনেক বেড়ে থাকে। এমনকি অন্যান্য সংস্থার সাথে একত্রে কাজ করায় সমন্বয় সাধন হয়। তবে বিশ্ববিদ্যালয় ভিসি ড. আবু হোসেন সিদ্দিক অর্থ বরাদ্দ সম্পর্কে ইনকিলাবকে জানান, সরকারের অতিরিক্ত অর্থ নয়, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন থেকে প্রাপ্ত বরাদ্দ থেকেই দেয়া হচ্ছে। এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, প্রথম অবস্থায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে দিলেও এখন তা নেই। অন্যদিকে প্রেষণে নিয়োগ দেয়া না দেয়া তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ব্যাপার বলে জানান তিনি।